দানিয়েলের বই - নম্বর একশ পঞ্চাশ

ইজেকিয়েল অধ্যায় ৩৭-এর ব্যাখ্যা এবং শেষ কালের সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিকতা

Jeff Pippenger

2024-03-21

দুটি জাতি এক হওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা করার পর, ইজেকিয়েল জানান যে সেই জাতি রাজা দাউদের দ্বারা শাসিত হবে, এবং তিনি তাদের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করবেন এবং তাঁর তাঁবু তাদের সঙ্গে থাকবে।

> তারা আর তাদের মূর্তিগুলির দ্বারা, কিংবা তাদের ঘৃণ্য বস্তুসমূহের দ্বারা, কিংবা তাদের কোনো পাপের দ্বারা নিজেদের অপবিত্র করবে না; কিন্তু আমি তাদের যে যে বাসস্থানে তারা পাপ করেছে, সেই সব স্থান থেকে উদ্ধার করব এবং তাদের পরিশুদ্ধ করব; তখন তারা হবে আমার প্রজা, আর আমি হব তাদের ঈশ্বর। আর আমার দাস দাউদ তাদের উপর রাজা হবে; এবং তাদের সকলের জন্য একজনই রাখাল থাকবে; তারা আমার বিধি-বিচারে চলবে, আমার বিধানসমূহ মানবে এবং সেগুলি পালন করবে। আর তারা সেই দেশে বাস করবে, যা আমি আমার দাস যাকোবকে দিয়েছি, যেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা বাস করেছিল; তারা সেখানে বাস করবে—তাঁরা নিজে, তাঁদের সন্তান এবং তাঁদের সন্তানদের সন্তান—চিরকাল; এবং আমার দাস দাউদ হবে তাদের রাজপতি চিরদিন। আরও আমি তাদের সঙ্গে শান্তির চুক্তি করব; তা হবে তাদের সঙ্গে এক চিরস্থায়ী চুক্তি; আমি তাদের স্থাপন করব এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করব, এবং আমার পবিত্রস্থান তাদের মধ্যে চিরদিন স্থাপন করব। আমার মণ্ডপও তাদের সঙ্গে থাকবে; হ্যাঁ, আমি হব তাদের ঈশ্বর, এবং তারা হবে আমার প্রজা। এবং জাতিসমূহ জানবে যে আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করি, যখন আমার পবিত্রস্থান তাদের মধ্যে চিরদিন থাকবে। ইজেকিয়েল ৩৭:২৩-২৮।

ইজেকিয়েলের সাঁইত্রিশতম অধ্যায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্তারিত উপস্থাপনা দিচ্ছে। দুটি লাঠি, যা ঐশ্বরিকত্ব মানবত্বের সঙ্গে একীভূত হলে এক জাতিতে পরিণত হবে, এবং তাদের উপর একজন রাজা থাকবে। সেই এক জাতি হল অন্তিম দিনের ঈশ্বরের মণ্ডলী, অর্থাৎ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। দুটি লাঠি ইস্রায়েলের উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের ছত্রভঙ্গের দুই সময়কালকে নির্দেশ করে। ঐ দুটি লাঠি সেই সমষ্টিকেই বোঝায়, যাকে পৌল ‘দেহ’ বলেন; আর সেই দেহের ‘মাথা’ হিসেবে তিনি খ্রিস্টকে চিহ্নিত করেন। ইজেকিয়েল, পৌলের কথিত ‘মাথা’-কে ‘রাজা দাউদ’ এবং ‘দেহ’-কে ‘এক জাতি’ বলে চিহ্নিত করেন।

১৮৫৬ সালে অ্যাডভেন্টবাদকে যে বার্তা প্রদান করা হয়েছিল, যা সেই বছর হাইরাম এডসনের "seven times" বিষয়ে অসমাপ্ত ধারাবাহিক রচনায় প্রতিফলিত, সে বার্তায় এডসন ইশাইয়াহ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে পঁয়ষট্টি বছরের যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহাকেই "seven times"-এর উভয় সময়পর্বের প্রারম্ভবিন্দু নির্ধারণের জন্য বাইবেলীয় নির্দেশক হিসেবে উল্লেখ করেন। পঁয়ষট্টি বছরের এই সময়-ভবিষ্যদ্বাণীটি এক রহস্যময় পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত, যেমন প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের সেই সকল অংশে দেখা যায়, যেখানে বলা হয়েছে, "যার কান আছে, সে শুনুক।" যদি তোমার উপলব্ধি করিবার চক্ষু এবং অনুধাবন করিবার কর্ণ থাকে, তবে সেই অংশে অত্যন্ত বিস্ময়কর কিছু নিহিত আছে।

কারণ সিরিয়ার মস্তক দামেস্ক, এবং দামেস্কের মস্তক রৎসীন; এবং পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে ইফ্রয়িম এমনভাবে ভগ্ন হবে যে, সে আর জাতি বলে গণ্য হবে না। আর ইফ্রয়িমের মস্তক শমরিয়া, এবং শমরিয়ার মস্তক রমলিয়ার পুত্র। যদি তোমরা বিশ্বাস না কর, তবে নিশ্চয়ই স্থির হতে পারবে না। যিশাইয় ৭:৮, ৯।

পঁয়ষট্টি বছরের ভবিষ্যদ্বাণী খ্রিষ্টপূর্ব ৭৪২ সালে শুরু হয়েছিল, এবং ঐ পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে, উনিশ বছর পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৭২৩ সালে, ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যকে আশূরের দ্বারা দাসত্বে নিয়ে যাওয়া হয়; এবং ঐ বছরসমূহ খ্রিষ্টপূর্ব ৬৭৭ সালে শেষ হলে, মনঃশি বাবিলের দ্বারা বন্দি করা হয়েছিল। ঐ পঁয়ষট্টি বছর ইযিকেয়েলের বর্ণনায় যা 'একটি দিণ্ড' হওয়ার কথা ছিল, সেই দুই জাতির বিচ্ছুরণসমূহের অবসানের পরিপূর্ণতাসমূহের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল। উক্ত পরিপূর্ণতাসমূহ যথাক্রমে ১৭৯৮, ১৮৪৪ ও ১৮৬৩ সালকে চিহ্নিত করেছিল। ১৮৬৩ সালে যে বার্তাটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তাকে চিহ্নিতকারী পদসমূহে একটি বিশেষ ভাববাদী প্রকাশ বিদ্যমান, যার মধ্যে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এটি সেই উদ্ঘাটন যে একটি জাতির 'মাথা' হলো তার রাজধানী শহর, এবং রাজধানী শহরের 'মাথা' হলো রাজা। এটি এই উদ্ঘাটনের পক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থাপন করে, এবং তারপর একটি ধাঁধাময় উক্তির মাধ্যমে সমগ্র ভবিষ্যদ্বাণী ও উদ্ঘাটনকে উপসংহারে আনে: "যদি তোমরা বিশ্বাস না কর, নিশ্চয়ই তোমরা প্রতিষ্ঠিত হবে না।" যদি তোমরা বিশ্বাস না কর যে রাজাই 'মাথা', এবং যে 'মাথা' হলো রাজধানী শহর, তবে তোমরা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের দুইটি দিণ্ডকে একত্র করে যে জাতি ইজকেয়িলে উল্লিখিত হয়েছে, তার একজন রাজা থাকা ছিল—যিনি মস্তক, অর্থাৎ সেই জাতির রাজধানী। ইজকেয়িলের সমগ্র অনুচ্ছেদটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরদানের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা বলছে, যা দিব্যত্ব ও মানবতার সংযুক্তিকে প্রতীকায়িত করে, তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলামের সপ্তম তূর্যধ্বনি ধ্বনিত হওয়ার সময়কালে।

প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ে, সপ্তম তূর্য ধ্বনিত হওয়ার দিনগুলি শুরু হয়েছিল যখন "আর সময় থাকবে না," যা ছিল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪, যখন তৃতীয় স্বর্গদূত আগমন করলেন। তখন যোহন সেই তারিখের তিক্ততা অনুভব করেছিলেন, এবং সেখানেই তখন তাকে মন্দির মাপতে বলা হয়েছিল, তবে পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করার এক হাজার দুই শত ষাট বছরের ইতিহাসটি বাদ দিতে, কারণ সেই সময়কাল অন্যজাতিদের জন্য দেওয়া হয়েছিল।

আর যে স্বর্গদূতকে আমি সমুদ্রের উপর এবং পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, সে স্বর্গের দিকে তার হাত উত্তোলন করল, এবং শপথ করল তাঁর নামে, যিনি যুগে যুগে অনন্তকাল জীবিত আছেন, যিনি স্বর্গ এবং তাতে যা কিছু আছে, পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে, এবং সমুদ্র এবং তাতে যা কিছু আছে—সব সৃষ্টি করেছেন, যে আর বিলম্ব হবে না: কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বরের দিনগুলিতে, যখন সে তূর্যধ্বনি তুলতে আরম্ভ করবে, ঈশ্বরের রহস্য সম্পূর্ণ হবে, যেমন তিনি তাঁর দাস ভাববাদীদের কাছে ঘোষণা করেছেন। আর যে স্বর আমি স্বর্গ থেকে শুনেছিলাম, তা আবার আমার সঙ্গে কথা বলল এবং বলল, যাও, এবং সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি গ্রহণ কর, যা সমুদ্রের উপর এবং পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাকা স্বর্গদূতের হাতে খোলা আছে।

আর আমি স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে তাকে বললাম, 'পুস্তিকাটি আমাকে দাও।' তিনি আমাকে বললেন, 'এটি গ্রহণ কর এবং ভক্ষণ কর; এটি তোমার উদর তিক্ত করবে, কিন্তু তোমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্টি হবে।' তখন আমি স্বর্গদূতের হাত থেকে পুস্তিকাটি নিয়ে তা

ভক্ষণ করলাম; এবং তা আমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্টি ছিল; কিন্তু আমি তা ভক্ষণ করামাত্রই আমার উদর তিক্ত হয়ে উঠল। আর তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে অবশ্যই পুনরায় বহু জনগণ, জাতিসমূহ, ভাষাসমূহ ও রাজাগণের সম্মুখে ভাববাণী করতে হবে।' আর আমাকে একখানা দণ্ডসদৃশ নল দেওয়া হল; এবং স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে বললেন, 'উঠ, ঈশ্বরের মন্দির ও বেদী, এবং তাতে উপাসনা করে এমন লোকদের মাপো। কিন্তু মন্দিরের বাহিরে যে প্রাঙ্গণ, সেটি বর্জন কর, এবং তা মাপো না; কারণ তা অজাতীয়গণের নিকট অর্পিত হয়েছে; আর তারা বেয়াল্লিশ মাস পর্যন্ত পবিত্র নগরীকে পদদলিত করবে।' প্রকাশিত বাক্য ১০:৫–১১:২.

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর যোহনকে যে মন্দিরটি মাপতে বলা হয়েছিল, সেটাই সেই মন্দির যাতে উপাসকরা "ভিতরে" ছিল। প্রাঙ্গণটি বাদ রাখতে বলা হয়েছিল। যে মন্দিরে একটি বেদী আছে এবং যার মধ্যে উপাসকরাও আছে, সেটিই স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের পবিত্র স্থান। প্রাঙ্গণে একটি বেদী ছিল, কিন্তু সেটিকে বাদ দিতে বলা হয়েছিল; তাই ঈশ্বরের পবিত্রস্থানে অন্য একটিমাত্র বেদী রয়েছে, তা হলো পবিত্র স্থানে অবস্থিত ধূপের বেদী। ১৮৪৪ সালে তৃতীয় দেবদূতের আগমনের সময়, যা ১১ সেপ্টেম্বের, ২০০১-এ মোহর দেওয়ার সময়ের সূচনায় তৃতীয় দেবদূতের আগমনের প্রতিরূপ ছিল, তখন মন্দিরটি কেবল দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত ছিল।

পবিত্র স্থান ছিল মণ্ডলীর এক প্রতীক, যাকে পৌল দেহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, আর অতিপবিত্র স্থান ছিল দেহের মাথার প্রতীক। পবিত্র স্থান মানবতার প্রতীক, আর অতিপবিত্র স্থান ঈশ্বরত্বের প্রতীক। বেদি এবং বেদি থেকে উঠতে থাকা ধোঁয়া, যা উপরে উঠে অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করত, মানবতা যেখানে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে যুক্ত হয় সেই সংযোগস্থলকে নির্দেশ করে। মানবজাতি কেবল বিশ্বাসের দ্বারা অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু বিশ্বস্তদের অভিজ্ঞতা পবিত্র স্থানেই ঘটে।

সেখানে তারা ঈশ্বরের বাক্য আহার করবে—এটি উপস্থাপন-রুটির টেবিলের উপরস্থিত রুটিগুলির দ্বারা প্রতীকায়িত। সেখানে তারা মানুষের সম্মুখে তাদের আলো দীপ্ত হতে দেবে এবং তাদের স্বর্গীয় পিতাকে মহিমান্বিত করবে—এটি সাত-শাখাবিশিষ্ট প্রদীপাধার দ্বারা প্রতীকায়িত, যাকে মণ্ডলীর প্রতীক বলে আমাদের জানানো হয়েছে। সেখানে তারা দিব্যতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে, যখন তাদের প্রার্থনা খ্রিস্টের যোগ্যতার গুণে ঊর্ধ্বে উঠে স্বয়ং দিব্য সত্তার উপস্থিতিতে উপনীত হয়।

১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত, মন্দিরের স্থপতি মানবতার একটি মন্দির গড়ে তুলছিলেন, যা তিনি তাঁর দৈবত্বের মন্দিরের সঙ্গে একত্র করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মানবজাতি বিদ্রোহ করল। ২০০১ সাল থেকে তিনি আবারও মানবতার মন্দির গড়ে তুলছেন, যার প্রতিনিধিত্ব করে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। ইজেকিয়েলের মতে, 'রাজা দাউদ' জাতির ওপর শাসন করবেন—যে জাতি মৃত, শুষ্ক লাওদিকীয় হাড়ের এক উপত্যকা থেকে রূপান্তরিত হয়ে সেই শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হবে, যা আসন্ন রবিবারের আইনের সময় নিশানরূপে উত্তোলিত হবে।

দক্ষিণের যিহূদা রাজ্যেই রাজধানী নগরী যিরূশালেম অবস্থিত ছিল, এবং জাতি, রাজা ও রাজধানী "মাথা"-কে প্রতিনিধিত্ব করত। নিশ্চয়ই, যদি তোমরা বিশ্বাস কর, তবে তোমরা প্রতিষ্ঠিত হবে। উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে যিহূদাই ছিল "মাথা"; সেখানেই ছিল রাজধানী, এবং সেটিই সেই নগরী, যেখানে প্রভু তাঁর নাম স্থাপন করতে নির্বাচন করেছিলেন। উত্তর রাজ্য ছিল "দেহ"। সোলোমনের ধর্মত্যাগের কারণে প্রভু সোলোমনের বিরুদ্ধে শত্রুদের উত্থাপন করলেন। সেই শত্রুদের একজন ছিল

যেরোবোয়াম, যিনি ইস্রায়েলের বিভক্ত উত্তর রাজ্যের প্রথম রাজা হয়ে ওঠেন।

> আর নেবাতের পুত্র যিরোবোয়াম, সেরেদার এক এফ্রায়িমীয়, সলোমনের দাস—তাঁহার মাতার নাম ছিল সেরূয়া, তিনি ছিলেন এক বিধবা—তিনিও রাজার বিরুদ্ধে হাত তুলিল। আর এই ছিল সে রাজার বিরুদ্ধে হাত তোলার কারণ: সলোমন মিল্লো নির্মাণ করিলেন, এবং তাঁহার পিতা দাউদের নগরের ভাঙনসমূহ মেরামত করিলেন। আর যিরোবোয়াম সেই ব্যক্তি পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন; এবং সলোমন, ঐ যুবক যে পরিশ্রমশীল, ইহা দেখিয়া, তাহাকে যোসেফের গৃহের সমস্ত কার্যভারের উপর তত্ত্বাবধায়ক করিয়া নিযুক্ত করিলেন। আর ঐ সময়ে এমন ঘটিল যে, যিরোবোয়াম যিরূশালেম হইতে বাহির হইলে, শীলোহীয় ভাববাদী আহিয়া পথে তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন; আর আহিয়া একটি নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন; এবং তাহারা উভয়ে ক্ষেত্রে একা ছিল। তখন আহিয়া তাহার গায়ের সেই নতুন বস্ত্রটি ধরিয়া, তাহা বারো খণ্ড করিয়া ছিঁড়িলেন; এবং তিনি যিরোবোয়ামকে কহিলেন, দশ খণ্ড লইয়া নাও; কারণ প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এইরূপ বলেন: দেখ, আমি সলোমনের হস্ত হইতে রাজ্য ছিন্ন করিব, এবং দশটি গোত্র তোমাকে দিব; (তথাপি আমার দাস দাউদের কারণে, এবং যিরূশালেমের কারণে—যে নগর আমি ইস্রায়েলের সমস্ত গোত্রের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি—তাঁহার নিকটে এক গোত্র থাকিবে।)
>
> এইকারণে যে তারা আমাকে ত্যাগ করেছে এবং সিদোনীয়দের দেবী আশতারোথকে, মোয়াবীয়দের দেবতা কমোশকে, এবং অম্মোনের সন্তানদের দেবতা মিলকমকে উপাসনা করেছে, এবং আমার পথে চলেনি—আমার দৃষ্টিতে যা সঠিক, তা করা এবং আমার বিধি ও আমার বিচারসমূহ পালন করা—যেমন তার পিতা দাউদ করেছিলেন। তথাপি আমি তার হাত থেকে সমগ্র রাজ্য কেড়ে নেব না; বরং আমার দাস দাউদের কারণে—যাকে আমি বেছে নিয়েছিলাম, কারণ সে আমার আজ্ঞা ও আমার বিধি পালন করেছিল—তার জীবনের সমস্ত দিন আমি তাকে শাসক করেই রাখব। কিন্তু আমি তার পুত্রের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে, তা তোমাকে দেব—অর্থাৎ দশটি গোত্র। আর তার পুত্রকে আমি একটি গোত্র দেব, যাতে আমার দাস দাউদের জন্য আমার সম্মুখে সর্বদা একটি প্রদীপ থাকে, যিরূশালেমে—সে নগরে—যেটি আমি নিজের জন্য বেছে নিয়েছি, যাতে সেখানে আমার নাম স্থাপন করি। ১ রাজাবলি ১১:২৬-৩৬।

ইজেকিয়েল যখন দুটি দণ্ড একত্রিত করেছিলেন, তখন যে জাতিটি গঠিত হয়েছিল, তার উপর রাজা হবেন "দাউদ"; এবং দাউদ যিরূশালেম থেকেই শাসন করতেন, যা সেই রাজধানী নগরী যেখানে ঈশ্বর তাঁর নাম স্থাপন করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। উত্তরের দশটি গোত্র ছিল দেহের প্রতীক, এবং যিরূশালেম ছিল শিরের প্রতীক। মনশ্শের পাপের কারণে, খ্রীষ্টপূর্ব ৬৭৭ সালে যিহূদা বাবিলনে বন্দিদশায় নিয়ে যাওয়া হয়; এর ফলে দক্ষিণ রাজ্যের বিরুদ্ধে "সাত কাল"-এর বিচ্ছুরণ আরম্ভ হয়। সেই সময় প্রভু যিরূশালেমকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

> তবুও প্রভু তাঁর মহা ক্রোধের তীব্রতা থেকে ফিরলেন না; মনশ্শি যেসব প্ররোচনায় তাঁকে প্ররোচিত করেছিল, সেগুলোর সবকিছুর কারণে তাঁর রোষ যিহূদার বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছিল। আর প্রভু বললেন, আমি যেরূপ ইস্রায়েলকে দূর করেছি, তেমনি যিহূদাকেও আমার দৃষ্টির সামনে থেকে দূর করব, এবং এই নগর যিরূশালেমকে—যাকে আমি বেছে নিয়েছি—ত্যাগ করব, এবং সেই গৃহটিকে, যার সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম, 'আমার নাম সেখানে থাকবে।' ২ রাজাবলি ২৩:২৬, ২৭।

তিনি তাঁর নাম স্থাপন করার জন্য যিরূশালেমের "গৃহ"টিই বেছে নিয়েছিলেন, এবং শহর ও গৃহ পরিত্যক্ত হয়েছিল; কিন্তু জাখারিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রভু আবারও যিরূশালেমকে

বেছে নেবেন।

তখন প্রভুর স্বর্গদূত উত্তর দিয়ে বললেন, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, কতকাল পর্যন্ত তুমি যিরূশালেম ও যিহূদার নগরীগুলোর প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে না, যাদের বিরুদ্ধে এই সত্তর বছর ধরে তুমি রোষ ধরে রেখেছ? আর যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই স্বর্গদূতকে প্রভু কল্যাণকর বাক্য ও সান্ত্বনাদায়ক বাক্যে উত্তর দিলেন। তখন যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, তুমি ধ্বনি করে বলো: সেনাবাহিনীর প্রভু এই কথা বলেন— আমি যিরূশালেম ও সিয়োনের জন্য প্রবল ঈর্ষান্বিত। আর যে অন্যজাতিরা নিশ্চিন্তে আছে, তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; কারণ আমি মাত্র অল্পই ক্রুদ্ধ ছিলাম, কিন্তু তারা দুর্দশাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। সুতরাং প্রভু এই কথা বলেন: করুণাসহ আমি যিরূশালেমে ফিরে এসেছি; আমার গৃহ সেখানে নির্মিত হবে, সেনাবাহিনীর প্রভু এই কথা বলেন, এবং যিরূশালেমের উপর পরিমাপক দড়ি টানা হবে।

আরও উচ্চস্বরে বল, 'সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু এইরূপ বলেন: আমার নগরীগুলি সমৃদ্ধির ফলে আবারও চারদিকে প্রসারিত হবে; আর সদাপ্রভু আবার সিয়োনকে সান্ত্বনা দেবেন, এবং আবার যিরূশালেমকে মনোনীত করবেন।' তখন আমি আমার চোখ তুলে তাকালাম, এবং দেখলাম—দেখো, চারটি শিং। আমি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই স্বর্গদূতকে বললাম, 'এগুলো কী?' তিনি আমাকে জবাব দিলেন, 'এগুলো সেই শিং, যা যিহূদা, ইস্রায়েল ও যিরূশালেমকে ছত্রভঙ্গ করেছে।' আর সদাপ্রভু আমাকে চারজন কাঠমিস্ত্রি দেখালেন। তখন আমি বললাম, 'এরা কী করতে এসেছে?' তিনি বললেন, 'এগুলো সেই শিং, যা যিহূদাকে এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করেছে যে কেউই মাথা তুলতে পারেনি; কিন্তু এরা এসেছে তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে, অন্যজাতিদের শিংসমূহ—যারা যিহূদার দেশের উপর তাদের শিং উত্তোলন করেছিল, যিহূদার দেশকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য—সেগুলোকে উৎখাত করতে।'

আমি আবার আমার নয়ন উত্তোলন করিলাম, এবং দেখিলাম; আর দেখ, এক জন পুরুষ, যার হাতে পরিমাপের দড়ি। তখন আমি বলিলাম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? এবং তিনি আমাকে বলিলেন, যিরূশালেমকে পরিমাপ করিতে—তার প্রস্থ কত, এবং তার দৈর্ঘ্য কত, তাহা দেখিবার জন্য। আর দেখ, যে স্বর্গদূত আমার সহিত কথা বলিতেছিলেন, তিনি বাহিরে গেলেন; এবং আর এক স্বর্গদূত তাঁহার সাক্ষাতে বাহিরে গেলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, দৌড়ে গিয়া এই যুবককে বল, এইরূপ: যিরূশালেম প্রাচীরবিহীন গ্রামসমূহের ন্যায় বসতিপূর্ণ হইবে, কারণ তাহার মধ্যে মানুষ ও পশুর প্রাচুর্য থাকিবে। কারণ আমি, প্রভু বলেন, তাহার চারিদিকে অগ্নিপ্রাচীর হইব, এবং তাহার মধ্যস্থলে মহিমা হইব। হে, হে, বাহিরে আস, এবং উত্তর-দেশ হইতে পলাইয়া যাও, প্রভু বলেন; কারণ আমি তোমাদিগকে স্বর্গের চার বায়ুর ন্যায় ছড়াইয়া দিয়াছি, প্রভু বলেন। হে সিয়োন, যে বাবিলের কন্যার সহিত বাস করিতেছে, নিজেকে উদ্ধার কর। কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু এইরূপ বলেন: মহিমার পর তিনি আমাকে সেই জাতিদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহারা তোমাদিগকে লুণ্ঠন করিয়াছে; কারণ যে তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার নয়নের মণিকে স্পর্শ করে।

কারণ, দেখ, আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার হাত নাড়াব, এবং তারা তাদের দাসদের জন্য লুণ্ঠন হবে; আর তোমরা জানিবে যে সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। গান গাও ও উল্লাস কর, হে সিয়োনের কন্যা; কারণ, দেখ, আমি আসিতেছি, এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, প্রভু এই কথা বলেন। আর সেই দিনে বহু জাতি প্রভুর সহিত যুক্ত হইবে, এবং তারা আমার প্রজা হইবে; এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, আর তুমি জানিবে যে

> সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। এবং প্রভু পবিত্র ভূমিতে যিহূদাকে তাঁহার অংশরূপে উত্তরাধিকার স্বরূপ গ্রহণ করিবেন, এবং পুনরায় যিরূশালেমকে নির্বাচন করিবেন। হে সকল মাংস, প্রভুর সম্মুখে নীরব হও; কারণ তিনি তাঁহার পবিত্র নিবাস হইতে উত্থিত হয়েছেন। জাখারিয়া ১:১২–২:১৩।

প্রভুর পুনরায় যিরূশালেমকে বেছে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিগুলি পূর্ণ হয়েছিল, যখন প্রাচীন ইস্রায়েলে বাবিলনে বন্দিত্বের পর যিরূশালেম পুনর্নির্মাণ করেছিল; কিন্তু নবীরা যেসব দিনে তাঁরা বাস করতেন তার চেয়ে শেষ দিনের বিষয়ে বেশি কথা বলছেন। প্রভু 'তাঁর পবিত্র মন্দির থেকে উঠে দাঁড়ালেন' ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ, যখন তিনি উঠে পবিত্র স্থান থেকে অতিপবিত্র স্থানে স্থানান্তরিত হলেন; সেই সময়ে 'সমস্ত মানবজাতি'কে প্রভুর সামনে 'নীরব' থাকতে বলা ছিল, কারণ প্রতিরূপাত্মক প্রায়শ্চিত্তের দিবস এসে পৌঁছেছিল, হবক্কূক দুই-কুড়ির সাথে সঙ্গতি রেখে।

> কিন্তু প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে রয়েছেন: তাঁর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী নীরব থাকুক। Habakkuk 2:20.

সেই সময়, প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে যোহনকে মন্দির মাপতে বলা হয়েছিল, যা জাখারিয়া দেখেছিলেন যখন তিনি 'আবার চোখ তুলে' তাকালেন এবং দেখলেন, তার হাতে মাপার দড়ি নিয়ে একজন লোক। তখন জাখারিয়া বললেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" আর যোহন জাখারিয়াকে বললেন, "জেরুসালেম মাপতে, তার প্রস্থ কত, আর তার দৈর্ঘ্য কত, তা দেখতে।" সত্তর বছরের বন্দিদশার পর জেরুসালেম পুনর্নির্মাণের ইতিহাস, এবং ১৭৯৮ সালে যে ইতিহাস শুরু হয়ে ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূত আগমনের সময় বিদ্রোহে শেষ হয়েছিল, উভয়ই ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হওয়া কাজটিকে চিহ্নিত করে।

দক্ষিণের রাজ্য, জেরুজালেম শহর এবং রাজা দাউদ—এসবই ‘মস্তক’, যেখানে ঈশ্বরের চরিত্র প্রকাশিত হওয়ার কথা। উত্তরের রাজ্য ‘দেহ’কে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যখন প্রভু আবার ‘জেরুজালেমের উপর দয়া করতে’ ও ‘তাকে সান্ত্বনা দিতে’ এবং আবার ‘তাকে বেছে নিতে’ স্থির করলেন, তখন তিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সিল করার বিষয়টিকেই নির্দেশ করছেন; যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লাওদিকিয়ার মৃত শুষ্ক হাড়গুলোকে একসঙ্গে জোড়া লাগানো, এবং পরবর্তীতে সেই হাড়গুলোর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে সেগুলোকে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীতে পরিণত করা।

সেই কাজটি ইজেকিয়েলের সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং তা উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে; যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের হৃদয় ও মনে তাঁর আইন লিখে দেওয়ার চুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজের একটি উপমা হিসেবে কাজ করে। দুটি দণ্ডের মধ্যে একটিমাত্র মাথা হিসেবে চিহ্নিত, এবং আপনি যদি বিশ্বাস করেন, যদি আপনার চোখে দেখতে পান এবং কানে শুনে বুঝতে পারেন, তবে এটি অন্য দণ্ডটিকে দেহ হিসেবে নির্দেশ করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> খ্রিস্ট নিজে যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই ভিত্তির উপর প্রেরিতেরা ঈশ্বরের মণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। শাস্ত্রে মণ্ডলী নির্মাণকে বোঝাতে মন্দির নির্মাণের রূপকটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। জাখারিয়া খ্রিস্টকে সেই ‘অঙ্কুর’ বলে উল্লেখ করেন, যিনি প্রভুর মন্দির নির্মাণ করবেন। তিনি বলেন, অজাতীয়রা এই কাজে সহায়তা করবে: ‘যারা দূরে আছে তারা এসে প্রভুর মন্দিরে নির্মাণ করবে’; এবং যিশাইয় ঘোষণা করেন,

‘পরদেশীদের সন্তানরা তোমার প্রাচীর গড়ে তুলবে।’ জাখারিয়া ৬:১২, ১৫; যিশাইয় ৬০:১০।

এই মন্দিরের নির্মাণ সম্পর্কে লিখিতে গিয়ে, পিতর বলেন, 'যাঁর কাছে এসে—তিনি তো জীবন্ত পাথর—মানুষের দ্বারা সত্যিই বর্জিত, কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত ও মূল্যবান; তোমরাও, জীবন্ত পাথরদের ন্যায়, আধ্যাত্মিক গৃহ হিসেবে নির্মিত হচ্ছ, পবিত্র যাজকত্ব হয়ে, যাতে তোমরা আধ্যাত্মিক বলিদান অর্পণ করো, যা যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য।' ১ পিতর ২:৪, ৫।

ইহুদি ও অজাতীয় বিশ্বের পাথরখাদানে প্রেরিতেরা পরিশ্রম করতেন, ভিত্তির উপর স্থাপনের জন্য পাথর তুলে আনতেন। এফেসুসের বিশ্বাসীদের কাছে লেখা তাঁর পত্রে পৌল বলেছিলেন, ‘অতএব তোমরা আর পরদেশী ও অপরিচিত নও, বরং সাধুদের সহনাগরিক এবং ঈশ্বরের পরিবারের লোক; এবং প্রেরিতেগণ ও ভাববাদীদের ভিত্তির উপর নির্মিত, যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং যিনি মূল কর্ণশিলা; যাঁর মধ্যে সমগ্র ভবনটি সুসমভাবে গাঁথা হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দিরে পরিণত হচ্ছে; যাঁর মধ্যে তোমরাও আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাসস্থান হিসেবে একত্রে নির্মিত হচ্ছ।’ এফেসীয় ২:১৯-২২।

আর করিন্থীয়দের কাছে তিনি লিখিছিলেন: 'আমাকে প্রদত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারে, এক জ্ঞানী প্রধান স্থপতির ন্যায় আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি, এবং আরেকজন তার উপর নির্মাণ করছে। কিন্তু প্রত্যেকেই যেন খেয়াল রাখে, সে কীভাবে তার উপর নির্মাণ করছে। কারণ যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া—যে ভিত্তি ইতিমধ্যেই স্থাপিত—অন্য কোনো ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না। এখন যদি কেউ এই ভিত্তির উপর সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর, কাঠ, খড়, খড়কুটো দিয়ে নির্মাণ করে; তবে প্রত্যেকের কাজ প্রকাশিত হবে; কারণ সেই দিন তা প্রকাশ করবে, যেহেতু তা আগুনের দ্বারা প্রকাশিত হবে; এবং আগুন প্রত্যেকের কাজ পরীক্ষা করে দেখবে, তা কেমন প্রকৃতির।' ১ করিন্থীয় ৩:১০-১৩।

প্রেরিতেরা এক অটল ভিত্তির উপর নির্মাণ করেছিলেন—অর্থাৎ সেই যুগযুগান্তরের শিলার উপর। এই ভিত্তির জন্য তারা জগৎ থেকে উৎখনিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ এনে যুক্ত করলেন। বাধাবিঘ্নবিহীন ছিল না নির্মাতাদের শ্রম। খ্রিস্টের শত্রুগণের বিরোধিতার কারণে তাদের কাজ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা ভিত্তির উপর নির্মাণকারীদের ধর্মান্ধতা, পূর্বাগ্রহ ও ঘৃণার বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হয়েছে। যারা গির্জার নির্মাতা হিসেবে কাজ করছিলেন, তাদের অনেককে নেহেমিয়ার দিনের প্রাচীর-নির্মাতাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যাদের সম্বন্ধে লেখা আছে: ‘যারা প্রাচীর নির্মাণ করতিছেলি, এবং যারা ভার বহন করতিছেলি, এবং যারা বোঝা চাপাইতেছিলি, প্রত্যেকে এক হাতে কাজ করতিছেলি, আর অপর হাতে অস্ত্র ধরতিছেলি।’ নেহেমিয়া ৪:১৭। Acts of the Apostles, 595-597.